তারিখ 11 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১৬

রাউজান (চট্টগ্রাম) : জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন মহামুনি এংলো পালি উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েদের ফুটবল —ইত্তেফাক

দশ গ্রামের শিক্ষার আলোকবর্তিকা শতবর্ষের মহামুনি উচ্চ বিদ্যালয়

■ গাজী জয়নাল আবেদীন, রাউজান (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

মহামুনি এংলো পালি উচ্চ বিদ্যালয়, যার পূর্ব নাম ছিল মহামুনি এংলো পালি ইনস্টিটিউশন। রাউজান উপজেলার সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে মহামুনি গ্রামে ১৯০২ সালে ৫.০৩ একর ভূমির উপর স্থাপিত বিদ্যালয়টি এখনও আশপাশের দশ গ্রামের শিক্ষার আলোকবর্তিকা।

১৯০২ সালে মহামুনি গ্রামের তৎকালীন মডেল স্কুলের (বর্তমান উত্তরা নবতারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত মহিম চন্দ্র গুহের বিদায় অভিনন্দন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় গ্রামের সমাজ সেবীরা শিক্ষার পথকে প্রশস্ত করার মানসে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব আনেন। এ সময় উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুলগুলোর ডেপুটি ইন্সপেক্টর

শতবর্ষ পেরিয়ে যে বিদ্যাপীঠ

মহামুনি এংলো পালি উচ্চ বিদ্যালয়

> রাউজান উপজেলার সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে মহামুনি গ্রামে ১৯০২ সালে ৫.০৩ একর ভূমির উপর স্থাপিত বিদ্যালয়টি এখনও আশপাশের দশ গ্রামের শিক্ষার আলোকবর্তিকা

গগণচন্দ্র বড়ুয়া। তার আহবানে গ্রামের উচ্চ শিক্ষানুরাগী যুবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা চাঁদা সংগ্রহে নামেন। তার সক্রিয় ভূমিকায় তারই বাবা জয়লাল বড়ুয়া বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি দান করেন। কিছু অংশ দান করেন কালীকিংকর মুৎসুদ্দি। ওই ভূমিতে টিনের কোঠাঘর ও বাঁশের তৈরি স্কুল বোর্ডিং নির্মিত হয়। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক মোহনচন্দ্র বড়ুয়া। আর সহকারী শিক্ষক ছিলেন মৌলানা আমীর আলী।

বিদ্যালয়টি ১৯০৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্বীকৃতি পায়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯১২ সালে প্রথম এন্ট্রাস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৬৪ সালে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়।

রমনী রঞ্জন সেন ছিল বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অঞ্জন বড়ুয়া। এই দুজনের মধ্যবর্তী সময়ে আরো ১৩ জন শিক্ষক দক্ষতার সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে ১৯১২ সালে খণ্ডকালীন সময়ের জন্য প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন এশিয়াবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.লিট ডিগ্রি লাভকারী ড. বেনী মাধব বড়ুয়া।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে ৭২৪ জন শিক্ষার্থী। ১০টি শ্রেণিকক্ষ, একটি শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব, একটি কমন রুম, দুটি শিক্ষক মিলনায়তন রয়েছে এবং একটি বিশাল হল রুম রয়েছে। তবে প্রধান শিক্ষক অঞ্জন বড়ুয়া বলেন, শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটাতে কমপক্ষে আরো চারটি শ্রেণিকক্ষ লাগবে। শিক্ষক রয়েছেন ১৫ জন। এদের মধ্যে তিনজন কমিটির বেতনে অন্তর্ভুক্ত। তবে নেই কম্পিউটার শিক্ষক।

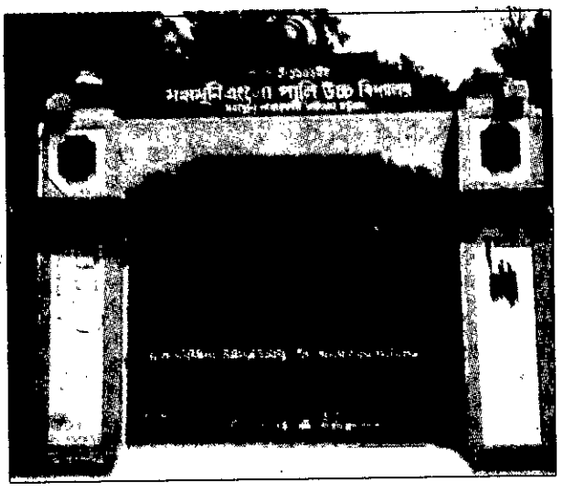

শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষিকা নাসরিন আক্তার টানা দুবার উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা নির্বাচিত হয়েছেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, উপজেলায় সবচেয়ে বেশি মাল্টিমিডিয়া ক্লাস হয় এই বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা কারিকুলাম ও পরিবেশ বেশ ভালো। শিক্ষকেরাও বেশ আন্তরিক। মেয়েদের ফুটবল খেলায় এটি জেলা পর্যায়ে রাউজানের নাম উজ্জ্বল করেছেন।